

কায়েমী স্বার্থের কোলে অপরাজনীতি দোলে

- সেলিম রেজা নূর

ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেরই জানা আছে যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়- এবং ইতিহাস থেকে কেউই শিক্ষা নেয় না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে সে কথারই সারবত্তা প্রমাণিত হয়। দেশ ও দেশের জন্যই রাজনীতি আর সে কারণেই রাজনীতি কালে কালে জননী গুণিজনদের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে দেশ জাতী ও মানুষের কল্যাণের নিমিত্তে। কিন্তু কতিপয় স্বার্থান্বেষী লোক বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যখন সেই রাজনীতিকে শুধু রাজনীতির স্বার্থেই ব্যবহার করে, সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থগুলি চরিতার্থ করে তখন কিভাবে দেশ ও দেশের মঙ্গল ও কল্যাণকে দলীয় ও ব্যক্তি স্বার্থের যুগপাক্ষে বলী দেয়া হয় তারই মুর্তিমান প্রকাশ ইদানিংকালের পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনীতি। কতিপয় ঐতিহাসিক কারণেই পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ নামক পৃথক আরেকটি রাষ্ট্রের জন্ম দিতে বাংলার আপামর জনগণ সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ কষ্ট-যাতনা ভোগ করতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে স্বাধীনতার অত্যাঙ্কালের মধ্যেই এই দু'টি দেশ যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে স্বাধীন হয়েছিল সেই লক্ষ্যপথ থেকে উভয় দেশকে জোর করে উপড়ে ফেলা হয় মহল বিশেষের কারসাজিতে। ফলে পাকিস্তানের যে সেব জিনিস পরিত্যাজ্য বলে আমরা বিবেচনা করে নতুন জাতি রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছেলাম একান্তরে, উত্তরাধীকার সূত্রেই যেন স্বাধীনতার অত্যাঙ্কালের মধ্যেই সেই সব পরিত্যাজ্য বিষয়গুলিকে বাংলাদেশের সমাজ রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জোর করেই পত্তনী দেয়া হয় সেই পাকিস্তানী কায়দায় একই কায়েমী স্বার্থবাদের মদদে!

বারংবার এই দেশ দু'টিতে জনগণের কল্যাণ ও মঙ্গলের জিগির তুলে 'কসমেটিক সার্জারীর' মত উপর মহলে চমক দেখানো এক একটি পরিবর্তন আনা হয়েছে কিন্তু প্রতিবারই দেখা গেছে কায়েমী স্বার্থ ও কোটারী স্বার্থের হাতেই সুপরিবর্তিতভাবে জনগণের দেশটিকে তুলে দেয়া হয়েছে। পরিণতিতে জনগণ পেয়েছে রাজনীতির নামে অপরাজনীতি আর প্রকৃত রাজনীতিকদের বদলে 'জি হুজুর' মার্কী

একদল ফরমায়েশী রাজনীতিক যাদের বলা যায় অপরাজনীতিক, সংস্কৃতির বদলে অপসংস্কৃতির বেলেগ্লা পণ্য- যা আজ বাংলার প্রচার মাধ্যমের প্রধান আকর্ষণীয় বিষয়ে পরিণত হয়ে চলেছে- আর এইভাবেই একটি জাতিকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করে কায়েমী স্বার্থবাদ ও মহল বিশেষ 'মজাসে বাণিজ্য' করে যাচ্ছে। জনকল্যাণ বিমুখ এই সব উপর মহলের পরিবর্তনগুলি তাই দেশের প্রকৃত মালিক আমজনতার কোনই মঙ্গল বা কল্যাণ সাধন করতে পারেনি যুক্তি সঙ্গত কারণেই। জনগণ যে তিমিরে ছিল- সে তিমিরেই রয়ে গেছে।

আজ স্বাধীন বাংলাদেশের যে চিত্র দেখি সেই বাংলাদেশ কস্মিনকালেও স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দ্রষ্টা যারা ছিলেন তাদের কল্পনায় নিশ্চিতভাবেই ছিল না- আর জনগণের কল্পনা ও চিন্তায় তো নয়ই। তা হলে আমাদের এতবড় 'এ্যাভাউট টার্ন' টি হলো কিভাবে? ইতিহাসের আলোকে বিচার করলে দেখা যাবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সৃষ্টির অত্যাঙ্কালের মধ্যেই সুপরিবর্তিতভাবে সুস্থ, প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয় এবং মিথ্যা অজুহাত তুলে বারবার রাজনীতি ও রাজনীতিকদের হয়ে প্রতিপন্ন করা হয়েছে নানা ষড়যন্ত্র ও কারসাজির মাধ্যমে। সুস্থ মুক্ত রাজনীতিক ও রাজনীতির উপর কুঠারাঘাত করা হয়েছে নানা রকম নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দিয়ে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে দেশপ্রেমিক প্রকৃত রাজনীতিকদের রাজনীতি চর্চা করা থেকে দূরে সরিয়ে দেবার কৌশল ও ষড়যন্ত্র হিসেবে এক শ্রেণীর অপরাজনীতিকদের রাজনীতির ময়দানে প্রতিষ্ঠা দেয়া হয় মহল বিশেষের মদদে শুধু মাত্র প্রকৃত দেশপ্রেমিক রাজনীতিকদের কলুষিত রাজনৈতিক ময়দান থেকে নির্বাসিত করবার 'মহান' উদ্দেশ্য নিয়ে। 'পারি-অরি-মারি যে কৌশল' অবলম্বন করে রাজনৈতিক অঙ্গণে ফরমায়েশী সব রাজনীতিকদের পত্তনী দেয়ার পরই কায়েমী স্বার্থবাদের ঘোলা পানিতে মৎস শিকারে যার পর নাই সুবিধা হয় বলেই পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক আমলের একই কায়দায় বাংলাদেশেও কায়েমী স্বার্থবাদ একই ভাবে তাদের উদ্দেশ্য সাধন করে



চলেছে।

পঁচাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশে বাবর, খালেক, কালা ফারুক, ছয়ফুর্, তারেক, ফালু ইত্যাদি মার্কা যে সব রাজনৈতিক ব্র্যান্ডের আবির্ভাব হয়েছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গণে তার সবই হয়েছে উপর মহলের মদদে ও কারসাজিতে। এদের কেউই রাজনৈতিক দলের ধারাবাহিকতাকে জেনে ও মেনে রাজনীতিতে আসেনি বরং একান্ত ভুঁই ফোঁড় হিসেবেই বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গণ আলোকিত করে তোলে! এরাই যখন রাজনৈতিক অঙ্গণের মূল খেলোয়াড়ে পরিগণিত হয়েছে তখন রাজনীতির দশা যে কি করুণ হতে পারে সে কথা তো বলাই বাহুল্য। রাজনৈতিক ময়দান যখন এভাবেই অপরাজনীতিকদের দিয়ে ভরিয়ে তোলা হয় তখন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ফিশারের একই তত্ত্বের কার্যকারিতা তথা 'ব্যাড মানি ড্রাইভস আউট গুড মানি ফ্রম দ্যা মার্কেট' প্রমাণিত হয়। ফলে কালক্রমে প্রকৃত দেশপ্রেমিক রাজনীতিকদের নির্বাসনে যেতে হয়েছে আর বাবর মার্কা স্মাগলাররা রাজনৈতিক অঙ্গণে শুধু প্রতিষ্ঠাই পায়নি বরং তাদেরকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মত প্রশাসনিক দায়িত্ব দিতেও কায়েমী স্বার্থবাদ কার্পণ্য করেনি। বিগত কয়েকটি সংসদ নির্বাচনে কত শতাংশ ভুঁইফোড় অপরাজনীতিক কাদের প্রচেষ্টায় ও মদদে কিভাবে আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গণকে কলুষিত করবার সুযোগ পেয়েছে আজ সর্বাত্মক সেই হিসাব নিকাশ করাটাই জরুরি। কারণ, সেই চিন্তা চেতনা ও কৌশলের সংস্কার করা ছাড়া এজাতিকে সুস্থ স্বাভাবিক রাজনীতির পথে ফিরিয়ে আনা যাবে না কোনভাবে। সুতরাং রাজনৈতিক পরিবেশ কলুষিত করে দেশ ও দেশের সাড়ে বারোটা বাজিয়ে দেবার সামগ্রিক পথ উন্মুক্ত করে দেয়ার পর আজ কায়েমী স্বার্থবাদ দেশের সার্বিক স্থলন পতন ক্রটির সমস্ত দায়ভাগ রাজনীতি ও রাজনীতিকদের উপর চাপিয়ে মূলতঃ জনগণকে রাজনীতি বিমুখ করে অধিকারহীন করবার সার্বিক মরণ খেলায় আবারো মেতে উঠেছে সেই পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক আমলের একই নিয়মে- ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস।

এই অপকৌশল স্বার্থকভাবে প্রয়োগ করে গণবিরোধী শক্তি পাকিস্তান ও বাংলাদেশে পাকাপোক্ত আসন গেড়ে বসেছে। আজ তাই স্বাধীনতার প্রদোষকালে বাঙালি জাতি যে শোষণ মুক্ত মৌলিক অধিকার বেষ্টিত স্বদেশের স্বপ্ন দেখেছিল তা সুদূর পরাহত হয়েই রইলো। ইদানিংকালে আমাদের সমাজে যে উন্ময়নের জোয়ার এসেছে

তা দেখে অনেকের চোখ ধাঁধিয়ে গেলেও প্রকৃত সত্য হচ্ছে দেশের আপামর জনগোষ্ঠির প্রকৃত সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণের সাথে এসব উন্ময়নের যোগ সূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ। এতকিছু করেও দারিদ্র, অশিক্ষা, শোষণ ও বৈষম্যের যাতাকল থেকে অধিকাংশ মানুষকেই মুক্ত করা যায়নি এবং যাবেও না কস্মিনকালেও এই অপরাজনীতি, অপরাজনীতিক ও বিশেষ মহলের বিশেষ ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমে, এটাই বাস্তব সত্য। একাত্তরের বাংলাদেশে যে তরুণ যুবক বুকের সমস্ত আবেগ নিয়ে 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন' মন্ত্র কণ্ঠ নিয়ে অস্ত্র হাতে শত্রু নিধনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য স্বদেশ দিয়ে যাবার অভিপ্রায়ে আজ তিনদশক পেরিয়ে সেদিনকার সেই স্বপ্নময় তারুণ্য আজ হতাশ- ঘরে বসে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে শুধু- না হয় শুধু সম্মানজনক ও সৎ জীবন যাপনের জন্য দেশান্তরী হবার চিন্তায় মগ্ন। এটাই আজ বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র!

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির কথা একারণেই আসে যে বাংলাদেশের মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনাকারী নেতৃত্বই মাত্র দুই যুগ আগে 'হাতমে বিড়ি মুমে পান- লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' শ্লোগান দিয়ে যে দেশটির জন্ম দিয়েছিল সে স্বপ্ন ভঙ্গ হতে আর বেশী দিন লাগেনি, মহল বিশেষ ও কায়েমী স্বার্থবাদের যার পর নই কারসাজি ও ষড়যন্ত্রের কারণে। আরো মজার কথা হচ্ছে পাকিস্তান আন্দোলনে যে অংশটি ঘোরতর বিরোধীতা করেছিল তারাই পরবর্তীকালে কায়েমী স্বার্থবাদের প্রচলন মদদে পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিতই শুধু হয়নি বরং পাকিস্তান আন্দোলন ও সৃষ্টির সমস্ত কৃতিত্বের দাবীদের হয়ে বসে এবং পাকিস্তান আন্দোলনের প্রকৃত নায়কদের দেশোদ্ভোদী হিসেবে চিহ্নিত করে তোলে। আর পরিশেষে সেই পাকিস্তান রক্ষার নেশায় একাত্তরে স্বজাতি ও স্বদেশের বিরুদ্ধে গিয়ে ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যায় মেতে উঠলে আজ বাংলাদেশে একই পাকিস্তানী কায়দায় সেই একই অপশক্তি কায়েমী স্বার্থবাদের প্রচলন মদদে বাংলাদেশের সমাজ রাষ্ট্র রাজনীতিতে পুনর্বাসিত ও প্রতিষ্ঠিতই নয় বরং বাংলাদেশ সৃষ্টির বিরোধীতা ও গণহত্যায় জড়িত হবার কথাই অস্বীকার করবার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে এবং নিজেরাই আজ বাংলাদেশে দেশপ্রেমের সোল এজেন্সী নিয়ে বসেছে এবং আমাদের স্বাধীনতার নায়কদের দেশোদ্ভোদী ও অদেশপ্রেমিক হিসেবে চিহ্নিত করবার প্রয়াস পাচ্ছে। এই একই

অপশক্তির উত্থান ও প্রতিষ্ঠার কারণেই স্বাধীনতার অত্যন্তকালের মধ্যেই পাকিস্তান ও বাংলাদেশের প্রস্তাবিত রাষ্ট্র কাঠামো আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে। স্বাধীনতার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যপথ থেকে দুটি রাষ্ট্রই আজ যোজন যোজন দূরে ছিটকে পড়েছে একই ষড়যন্ত্র ও অপশক্তির উত্থান ও প্রতিষ্ঠার কারণে। পাকিস্তানের পরিণতি আজ আমাদের চোখের সামনেই দৃশ্যমান- ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে দেশটি। এই একই ধারায় চললে বাংলাদেশের পরিণতি নিয়ে আশংকিত হবার কারণ থাকে বৈ-কী!

বিগত ৩৬ বছরে পদ্মা মেঘনা-যমুনা বহু পানি গড়িয়েছে; আমাদের রাষ্ট্র পর্যায়ে বহু বড় সড় পরিবর্তন এসেছে ক্রমাগত দেশ ও দেশের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য কিন্তু সে সব প্রচেষ্টা দেশে শুধু ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্যকেই উসকে দিতে পেরেছে ফলে স্বাধীনতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তাতে সিদ্ধ হয়নি কোনভাবেই। নানা ঘটনা ও পট পরিবর্তনের পর আবার আমাদের উপর মহলে বিশাল এক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে





চলেছেন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার। আর এই সরকারের পিছনে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে দেশের সেবক সামরিক বাহিনী। এ কথা বলাই বাহুল্য যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আজ যে সব উদ্যোগ নিয়েছে সে সবের কোনই বিকল্প ছিলনা দেশটিকে একটি সুস্থ ও গঠনমূলক ধারায় ফিরিয়ে আনবার জন্য। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে বিগত ৩৬ বছরে রাষ্ট্র, সমাজ ও সরকারী পর্যায়ে ক্রমাগত যে সব অবক্ষয় স্থলন-পতন-ক্রটি ঘটেছে তার মূল কারণ কোনভাবেই কোনদিনই রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিল না - কিন্তু সমস্ত বদনামের ভাগীদার বারংবার তাদেরই হতে হয়েছে। এই সমস্যার মূলই ছিল যখন দেশের সেবক অংশটি উর্দি পরে 'লেফট রাইট' করতে করতে শাসকে পরিণত হয়েছে তখন তাদের স্বার্থে বার বার অপরাজনীতি-আর অপদার্থ রাজনীতিকদের উৎসাহিত করে রাজনীতির ময়দানে প্রতিষ্ঠা দিয়ে দেশের জন্মলগ্নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যপথ থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে একটি বিশেষ শ্রেণী ও স্বার্থকে সংরক্ষণের জন্য। আজ আমাদের ইতিহাসের আলোকে বিচার করে এ সত্যকে হজম করতেই হবে যে জন্মলগ্নেই যে আমাদের দেশটি পথভ্রষ্ট হলো- আপামর জনগণের সমস্ত অর্জন ও স্বপ্ন সাধকে ভুলুপ্তিত করে দিতে পারলো এত দ্রুত তার মূলে মুখ্য ভূমিকা বার বারই পালন করেছে সমাজের উর্দি পরা 'লেফট রাইট' করা অংশটি। পাকিস্তান ও বাংলাদেশে অধিকাংশ সময়ই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে সমাজের এই অংশটিই প্রভাব বিস্তার করেছে। যে সব রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় ছিল তাদের অধিকাংশের সৃষ্টি এদেরই মদদে ও ইঙ্গিতে আর এইসব দলগুলি রাজনীতি করে ক্ষমতায় যায়নি বরং ক্ষমতায় বসেই রাজনীতি করা শুরু করেছে বিধায় আমাদের রাজনীতি গণতন্ত্রের এই দূরাবস্থা! তাই প্রশ্ন- এই অপকৌশল ও ধারার সংস্কার করবে কে?

অতীতের এই তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে যদি বর্তমান সেনাবাহিনী ও তার নেতৃত্ব আজ এই উপলব্ধিতে এসে থাকেন যে বিগত ৩৬ বছরে জাতিকে তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যপথ থেকে সরিয়ে এনে দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণ মঙ্গল ও মুক্তির পথ রুদ্ধ করে অযাচিতভাবে কায়েমী স্বার্থবাদ ও কোটারী স্বার্থের প্রতিষ্ঠা দিয়ে দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে যে পাপাচার করা হয়েছে তার প্রায়শ্চিত্ত করতঃ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনাই তাদের উদ্দেশ্য তবে বর্তমান শাসক ও এর পরিচালিকা শক্তি সেনাবাহিনীকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। কিন্তু আমরা ঘর পোড়া গরু- আর তাই সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পাই! দেশের শাসন ক্ষমতায় যখনই সেনাবাহিনী জড়িত হয়েছে তখন দেশ ও জাতি উদ্দিষ্ট লক্ষ্যপথ থেকে ছিটকে পড়েছে আর দেশের কল্যাণ হয়েছে সুদূর পরাহত- এটাই বাস্তব, এটাই সত্য! সেই অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণেই তাই দেশের সেবক সেনাবাহিনীকে শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখলেই জাতি বিচলিত বোধ করে বৈ-কী! আজকের লক্ষ্যচ্যুত বাংলাদেশকে বর্তমান সরকার যদি সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতেই চান তবে শুধু বাহবা কুড়াবার জন্য সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ কতিপয় অপরাধী রাজনীতিককে শায়েস্তা করে বাকী সব দুষ্ট রাজনীতিকদের অবাধে বিচরণ করতে দিলে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনের বিষোষিত নীতিমালাকেই ভুলুপ্তিত করা হবে। এক্ষেত্রে সরকারকে বাছ বিচারহীনভাবেই কঠিন ও কঠোর হতেই হবে। অতীতের মত সরকারকে সহযোগিতা করার কারণে অন্যসব অপরাধী ও দুষ্ট রাজনীতিকদের ছাড় দিলে দেশ ও জাতির প্রতি বেঙ্গমানী করা হবে সেটা বর্তমান সরকারকে বুঝতে হবে পরিস্কারভাবেই। এক্ষেত্রে এক যাত্রায় দুই ফল কোনভাবেই কাম্য নয়। বাংলাদেশকে ভালবাসলে প্রকৃত বাংলাদেশে বিশ্বাস থাকলে অবিলম্বে দেশোদ্রোহী রাজাকার-আলবদর মানবতার শত্রু ধর্মাত্মক জামাতীদের বিচার ও শাস্তির সম্মুখীন করতে হবে কারণ এই অপশক্তিই ইতিহাসের চাকা পিছন দিকে ঘুড়িয়ে দিয়েছে আর সেখানেই স্বদেশের মূল সংকটটি নিহিত। দেশের সার্বিক

অবক্ষয় ও দুর্নীতির জন্য শুধু মাত্র ব্যক্তি হাসিনা ও খালেদাকে ফাঁসিয়ে দিলে চলবে না- এর শিকড় ধরেই টান দিতে হবে। এ কথা দিবালোকের মতই সত্য যে আজকের বাংলাদেশের এই নৈরাজ্য ও আকর্ষণ দুর্নীতি নিমজ্জিত দেশটির এই করুণ দশায় পরিণত করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে রাজনীতি বহির্ভূত 'গায়ে মানে না আপনি মোড়ল' বিশ্ব বেহায়া এরশাদ। আজকের দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন, রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার এই কলঙ্কিত অধ্যায়ের মূল নায়ক যে এরশাদ তার বিরুদ্ধে বর্তমান সরকারের কিছুই কি করণীয় নেই?

এই বিশ্ব বেহায়া এরশাদকে দমন ও শাস্তি না দিয়ে হাসিনা-খালেদা রাজনীতির নামে এতদিন যে মাদারীর খেল জাতিকে দেখিয়েছে তারই করুণ পরিণতি আজ ভোগ করতে হচ্ছে উভয় নেত্রীকে। বর্তমান সরকারও যদি সেই একই ভুল করে তবে সময় মত তাদের পাওনাটাও যে পেয়ে যাবে সে কথা বলাই বাহুল্য। এরশাদসহ জাতির ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা সব কলঙ্কিত নায়কদের সকল অপকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে অন্যথায় বর্তমান সরকারের দুর্নীতি বিরোধী সুস্থ গঠনমূলক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাই শুধু প্রশ্ন বিদ্ধ হবে। প্রথমেই বলছি দেশ ও দেশের জন্যই রাজনীতি আর সে কারণেই দেশকে রাজনীতি বিমুখ নয় বরং প্রকৃত রাজনীতির অবাধ বিচরণের পথকেই উন্মুক্ত করতে হবে। রাষ্ট্র পরিচালনার সামগ্রিক প্রক্রিয়াটিই একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বিধায় অহেতুক রাজনীতির বিরুদ্ধে বিষোদগার করে দেশবাসীকে রাজনীতি বিমুখ করে তুললে দেশ ও জাতির সংকট বাড়বে বৈ কমবে না। আমাদের দেশ দীর্ঘকালীন অপরাজনীতির চর্চা ও উপর মহলের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে আজ চরম নেতৃত্বের শূন্যতায় আক্রান্ত হয়ে এক লক্ষ্যহীন জাতিতে পরিণত হয়েছে। সেই অপরাজনীতির পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করার মধ্য দিয়েই অমিত সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হবে।

একটি দেশে যতই জোর করে উপর কাঠামোর পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হোক না কেন তাতে দেশ ও জাতির কোনই কল্যাণ ও মঙ্গল হবার নয়- এটিই হচ্ছে ইতিহাসের শিক্ষা। তাইতো বারংবার দুর্ভাগ্য জাতিকে অবাধ নেত্রে দেখে যেতে হয় দেশে রাজা যায়- রাজা আসে, সরকার যায় সরকার আসে কিন্তু খেটে খাওয়া আপামর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনে কোন উন্নতি ও কল্যাণের ছোঁয়া লাগে না। মূলতঃ দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতির একমাত্র চাবি কাঠি হচ্ছে মুক্ত-স্বচ্ছ রাজনীতি ও এর বিকাশ। তাই রাজনীতি ও রাজনীতিকদের দূরে সরিয়ে উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া যে কোন ব্যবস্থাপত্রই অকার্যকর বলে প্রমাণিত হতে বাধ্য। মাঠ পর্যায় থেকে পরিবর্তন না আসলে অন্য যে কোন পরিবর্তনই হয়ে রইবে অকিঞ্চিৎকর! আর মাঠ পর্যায় থেকে সেই পরিবর্তন আনা ও নেতৃত্বের বিকাশ একমাত্র সম্ভব প্রকৃত দেশপ্রেমিক সমৃদ্ধ রাজনীতি ও রাজনীতিকদের অবাধ বিকাশ ও বিচরণ করতে দেয়ায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য জাতির বার বারই আমাদের উপর মহলে যখনই কোন পরিবর্তন এসেছে তখনই প্রকৃত রাজনীতিকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে মাঠ পর্যায়ের রাজনীতিকে অবরুদ্ধ করে জাতিকে লক্ষ্যহারা করা হয়েছে।

আজ হতঃবিহ্বল জাতির একটিই আশা যে বর্তমান সরকার তার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কাজের মাত্রা ও পরিধি সম্পর্কে সজাগ থেকে জাতিকে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য পথে এনে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে প্রস্থান করবে যথাসময়ে সসম্মানে। আশা করি এই সরকার ও এর চালিকাশক্তি সেনাবাহিনী দেশ ও জাতির একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে পরিগণিত হবে; অতীতের মত লক্ষ্য জয় করেও আর নিজেদের নব্য রাবনে পরিণত করবে না- বরং এতদিনকার সকল রাবন বধের গৌরব গাঁথা নিয়েই স্বদেশের ইতিহাসে চির জাগরুণ হয়ে থাকবে!